পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন

PDBF

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

এক নজরে পিডিবিএফ

ক্রঃ নং	বিবরণ (ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও সম্প্রসারণ প্রকল্প)	ফাউন্ডেশন শুরুর সময়	২০১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি
১	প্রশাসনিক বিভাগের সংখ্যা	০৪টি	০৮টি
২	প্রশাসনিক জেলার সংখ্যা	১৭টি	৫৫টি
৩	উপজেলার সংখ্যা	১৩৯টি	৪০৫টি
৪	উপ-পরিচালকের কার্যালয় সংখ্যা	১০টি	২৫টি
৫	উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তার কার্যালয়ের সংখ্যা	১৩৯টি	৪০৫টি
৬	কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা	২৬০০জন	৪৭৩২জন
৭	সমিতির সংখ্যা	১২,১০৯ টি	৩০,০০৭টি
৮	সদস্য সংখ্যা (লক্ষ)	২.৯৩	১০.৪১
৯	সঞ্চয় স্থিতি ঃ সাধারণ, সোনালী, মেয়াদী, লক্ষ টাকা, নিরাপত্তা (কোটি টাকায়)	৩৭.০০	৭১৫.০০
১০	ক্রমপুঞ্জিত ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ(কোটি টাকায়)	৬৬০.৭৪	৯৭৮০.১৪
১১	ক্ষুদ্র ঋণ আদায় হার (%)	৯০%	৯৮%
১২	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার সংখ্যা	- - -	৪০,২৫৪ জন
১৩	ক্রমপুঞ্জিত ক্ষুদ উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ(কোটি টাকা)	- - -	২৯১৪.৯৫
১৪	ক্ষুদ উদ্যোক্তা ঋণ আদায় হার (%)	- - -	৯৮%
১৫	মোট ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ (পিডিবিএফ সম্প্রসারণ প্রকল্পসহ) (ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা) (কোটি টাকা)	- - -	১২,৬৯৫.০৯
১৬	সোলার ভুক্ত জেলার সংখ্যা	- - -	২৩ টি
১৭	সৌরশক্তি প্রকল্পভূক্ত কার্যালয়ের সংখ্যা	- - -	১৩০ টি
১৮	সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন সংখ্যা	- - -	৪৩,২৮০ টি
১৯	দৈনিক মোট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন	- - -	৯.২ (Mwh)
২০	মোট আইসিটি ল্যাবের সংখ্যা	- - -	১১টি
২১	সদস্য প্রশিক্ষণ	২১,৬৬২ জনদিবস	৪,৬৩,৩৭৪ জনদিবস
২২	কর্মী প্রশিক্ষণ	২৬০০ জনদিবস	৪৮,০৫২ জনদিবস
২৩	ইউপি নির্বাচনে নির্বাচিত সুফলভোগীর সংখ্যা	- - -	৮৪৫ জন
২৪	স্বয়ম্ভরতার হার(%)	৬২.৫%	১০২%
২৫	**সাপ্তাহিক প্রশিক্ষণ ফোরাম ঃ** পিডিবিএফ-এর সমিতিভুক্ত সকল সদস্যদের প্রশিক্ষণ ফোরামের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।		

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)

দারিদ্র্য বিমোচন সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও সর্বাধিক অগ্রাধিকার প্রাপ্ত একটি কার্যক্রম। এই কার্যক্রমকে সফলভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ১৯৯৯ সালের নভেম্বর মাসে জাতীয় সংসদে গৃহীত আইনের মাধ্যমে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) প্রতিষ্ঠা করা হয়। পিডিবিএফ পল্লী অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে ঋণদান কর্মসূচী বাস্তবায়ন দক্ষতা উন্নয়ন ও সামাজিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান এবং নারীর ক্ষমতায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

প্রতিষ্ঠানের ধরণ ঃ পিডিবিএফ একটি সংবিধিবদ্ধ, স্বায়ত্ব-শাসিত অমুনাফাকাঙ্খী, আত্মনির্ভরশীল, নন ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য ঃ পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশনের মূল লক্ষ্য পল্লী এলাকার দারিদ্র দূরীকরণ এবং জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং নারী-পুরুষের সমতার বিকাশ সাধন করা। এই লক্ষ্যকে সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করার জন্য পিডিবিএফ নিম্নলিখিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে ঃ

- দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করার মাধ্যমে সমিতি গঠন।
- সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণও ঋণের টাকার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে আর্থিক উন্নয়ন সাধন।
- ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে স্মল এন্টারপ্রাইজ ঋণ (SELP) কার্যক্রম বাস্তবায়ন।
- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নাগরিক অধিকার, নারীর অধিকার ও আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সুফলভোগীদের নেতৃত্বের বিকাশ ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন।
- বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে দক্ষতা উন্নয়ন উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান ।

কর্ম-কৌশল ঃ দরিদ্রদের দলগতভাবে সংগঠিত করা ,সদস্যদের আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে উৎসাহিত ও নিয়োজিত করা, তাদের সামাজিকভাবে সচেতন করে তোলা এবং নেতৃত্বের বিকাশে সহায়তা করা।

পটভূমি ঃ পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) সৃষ্টির গোড়ায় ছিল আরডি-২ আরপিপি, আরডি-১২, প্রকল্প এবং পল্লী বিত্তহীন কর্মসূচী। ১৯৮৪ সাল থেকে পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) কানাডিয়ান সিডার আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় এ প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করে আসছিল। সরকারী সেক্টরে এগুলিই সর্ব প্রথম বিত্তহীন কল্যান প্রোগ্রাম যা পরবর্তীতে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) নামে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছে।

ছোটাবন মহিলা সমিতির আসমা বেগমের গাভীপালন ও গরু মোটা তাজাকরন খামার

পরিচালনা পদ্ধতি ঃ এগার সদস্যের বোর্ড অব গভর্নস দ্বারা পিডিবিএফ পরিচালিত হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব পদাধিকার বলে বোর্ডের সভাপতি ,বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক এর সহ সভাপতি, ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সদস্য সচিব এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিবের নীচে নন এমন একজন কর্মকর্তা সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। পদাধিকার বলে উক্ত চারজন ছাড়াও অন্য সাতজন সদস্যদের মধ্যে ফাউন্ডেশনের সুফল ভোগীদের মধ্যে চারজন এবং প্রাইভেট সেক্টরের প্রতিনিধি হিসাবে রয়েছেন তিন জন সদস্য। বোর্ড অব গভর্নস- এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ও গঠনমূলক পরামর্শে নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পিডিবিএফ পরিচালিত হচ্ছে। এর ফলে পিডিবিএফ এর প্রতিটি ক্ষেত্রে Good Governance প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সাংগঠনিক ও ঋণ কার্যক্রম ঃ বর্তমানে ৬টি বিভাগের মাধ্যমে ৫৫টি জেলায় ৪০৫টি উপজেলায় পিডিবিএফ এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এসব এলাকায় ৩০,০০৭ টি সমিতিতে ১০ লক্ষ ৪১ হাজার বিত্তহীন মহিলা ও পুরুষ সদস্য রয়েছেন। (জুন, ২০১৮ পর্যন্ত)। এ উপজেলাগুলি দেশের প্রায় এক তৃতীয়াংশ ভৌগলিক এলাকাজুড়ে যেখানে দরিদ্র জনগণের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। ফাউন্ডেশনের সুফল ভোগীদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা প্রায় ৯৫ শতাংশ।

পিডিবিএফ-এর প্রকল্প পর্যায় থেকে শুরু করে জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট ১০.৪১ (লক্ষ) জন সদস্যের মধ্যে ৯,৭৮০.১৪ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ, শষ্য উপকরণ ঋণ ও টিউবওয়েল ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এই ঋণ আদায়ের হার ৯৮%।

দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে পিডিবিএফ বিগত ২০০৫-২০০৬ সালে সৌর শক্তি নামে একটি নতুন প্রকল্প চালু করেছে এবং উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে ২৩ টি জেলার মোট ১৩০ টি শাখায় ৪৩,২৮০ টি সোলার হোম সিস্টেম বিতরন ও প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে দৈনিক গড়ে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় ৯.২ (Mwh)।

Small Enterprise Loan Program (SELP) এর আওতায় একজন উদ্যোক্তার মুরগির খামার

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ ঃ পিডিবিএফ এর কর্মীদের ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ১,৩২,৬৪১ জনকে (একই সহকর্মী একাধিক বার) বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে ৪,৬৩,৩৭৪ জনদিবস দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং প্যারাটেকনিশিয়ান তৈরীর জন্য ১,৩০১ জনকে প্যারাটেক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও এই প্রতিষ্ঠান থেকে ৮৪,৬৪৫ জন সদস্য ২,২২,৯০৪ জনদিবস সামাজিক উন্নয়ন ও নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। এর মধ্যে জেন্ডার ও আইনগত অধিকার বিষয়ে ২৩৪৯ জনকে এবং ৩৫০১ জনকে বয়স্ক শিক্ষা প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে **পিডিবিএফ-এর ৮৪৫ জন সদস্য স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন-** যাদের ৩৩১ জনকে ৮৪৮ জনদিবস উচ্চতর নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়াও পিডিবিএফ-এর নিজস্ব কারিগরি সহায়তা দলের মাধ্যমে অন্য সংস্থার ৩,০০৩ জন সদস্যকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

পিডিবিএফ শুরু থেকে প্রতিবছর প্রধান কার্যালয় , জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন করে আসছে। চলতি বছর থেকে সামাজিক দায়বদ্ধতাকে গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে সুফলভোগীদের দরিদ্র্য ও মেধাবী সন্তানদের শিক্ষার পথ সুগম করার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং শারীরিক ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদান।

পিডিবিএফ-এ Human Resource Information System (HRIS) এর মাধ্যমে কম্পিউটারে সকল কর্মীর ছবিসহ তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে এবং তা প্রতিনিয়ত হালনাগাদ করা হয়ে থাকে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ অনুসারে পিডিবিএফ এর সদস্যদের সাংগঠনিক ক্ষুদ্রঋণ সংক্রান্ত সকল তথ্য (৭.০৫ লক্ষ সুফলভোগীর) কম্পিউটার ডাটাবেজে সংরক্ষিত আছে। পিডিবিএফ প্রধান কার্যালয়ে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় Computerized Attendance System চালু রয়েছে।

বর্তমান সরকারের ভিশন ২০২১ এর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ব্যাপারেও পিডিবিএফ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পিডিবিএফ আইসিটি ক্ষেত্রে ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায় সহ মোট ১১টি আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব রয়েছে।

পিডিবিএফ ক্ষুদ্র ঋণের মানবিকীকরণ ও অধিকতর বহুমূখীকরণের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষকে মানব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করতে উন্নয়ন কর্মসূচীর সমন্বয় ঘটানোর প্রচেষ্টা গ্রহন করেছে এসব কার্যক্রমের ফলে সদস্যদের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হওয়া সহ তাদের জীবনে টেকসই অগ্রগতি সাধনের মাধ্যমে সরকার ঘোষিত ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকারকে সামনে রেখে পিডিবিএফ-এর সার্বিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। পিডিবিএফ কে একটি অনন্য ও ব্যতিক্রমধর্মী কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ার প্রতিশ্রুতি নিয়ে পিডিবিএফ-এর সকলকর্মী নিরলসভাবে আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা ঃ বর্তমান উপজেলা সমূহে নতুন সদস্য অর্ন্তভূক্ত করা এবং নতুন উপজেলায় কার্যক্রম সম্প্রসারনের মাধ্যমে কর্ম এলাকা প্রসারিত করে আরও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নিকট পিডিবিএফ তার সেবা পৌছে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অদূর ভবিষ্যতে সুফলভোগীদের জন্য আরো নতুন নতুন সেবা প্রদানের পরিকল্পনা পিডিবিএফ এর রয়েছে যা দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে দারিদ্রের কষাঘাত থেকে মুক্তি পেতে এবং সমাজে তাদের সম্মান বাড়াতে এবং অবস্থান মজবুত করতে সহায়তা করবে। পিডিবিএফ তার অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতার দিকে এগিয়ে চলছে এবং ভবিষ্যতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মডেল রূপে সারা বিশ্বের কাছে সুপরিচিত হতে পিডিবিএফ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহন করছে। ২০১৮-২০১৯ সালের মধ্যে প্রায় ১২ লক্ষ দরিদ্র জনগণের মধ্যে ঋণ প্রদান ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহনের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষে পিডিবিএফ একটি যুগোপযোগী পরিকল্পনা মোতাবেক এর কার্যক্রম পরিচালনা করছে।